তারিখ ..10.OCT.2016...
পৃষ্ঠা ..৩... কলাম...৬......

দৈনিক
আমাদের সময়

# ছাত্রলীগের অস্বীকারের রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●
ছাত্রলীগের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) চিহ্নিত নেতাকর্মীদের চাপাতির আঘাতে নিহত হন দর্জি দোকানি বিশ্বজিৎ। ঘটনাটি ঘটে ২০১২ সালের ৯ ডিসেম্বর। সেদিন তৎকালীন বিরোধী দলের হরতাল প্রতিহতে জবি ছাত্রলীগ পাহারা বসায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শীর্ষ নেতা ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। বিশ্বজিৎকে বিরোধী দলের কর্মী ভেবে চাপাতি দিয়ে কোপানোর দৃশ্য লাইভ সম্প্রচার হয় বিভিন্ন মিডিয়ায়। সারা দেশে ওঠে সমালোচনার ঝড়। বেকায়দায় পড়ে সরকারও। কিন্তু ছাত্রলীগ জানায়, ওই ঘটনায় জড়িতরা এ সংগঠনের নেতাকর্মী নয়। শুধু তাই নয়, জবি শাখা ছাত্রলীগের যে কমিটির সময় ওই নৃশংস ঘটনা ঘটেছিল, সে কমিটি আজও বহাল আছে। মেয়াদপূর্তির দ্বিগুণ সময় পেরিয়ে গেলেও অদৃশ্য ইশারায় তারা দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডের এক বছরের মাথায় ২০১৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর এ হত্যা মামলার রায়ে ২১ আসামির মধ্যে আটজনকে মৃত্যুদণ্ড ও ১৩ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আদালত।

■ সংগঠনের কেউ অপরাধে জড়ালে অস্বীকার
■ নেতাকর্মী না হয়েও সংগঠনের পরিচয় দিলে পুলিশি ব্যবস্থা : ছাত্রলীগ সভাপতি

শুধু জবি নয়, কোনো নেতাকর্মী অপরাধে জড়ালেই তাকে 'সংগঠনের কেউ নয়' বলে বিবৃতি-বক্তব্য দিতে দেরি করে না ছাত্রলীগ। সম্প্রতি সিলেটের কলেজছাত্রী খাদিজা আক্তার নার্গিসের বেলায়ও এমনটি ঘটেছে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের প্রথম সহ-সম্পাদক বদরুল আলম চাপাতির কোপে গুরুতর জখম করে খাদিজাকে। সবাই জানে বদরুল ছাত্রলীগ নেতা। কিন্তু সংগঠনটি বেশ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিবৃতি দেয়, আদতে সে ছাত্রলীগের কেউ নয়। কারণ হিসেবে উল্লেখ করে, যেহেতু বদরুল চাকরি করে, তাই তার ছাত্রলীগের পদ এমনিতে চলে গেছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, বদরুল চাকরিতে যোগদান করে ২০১৪ সালে আর শাবিপ্রবি ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষিত হয় চলতি বছর। খোঁজ নিয়ে আরও জানা যায়, ওই বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি অনুমোদনের স্বাক্ষর ছিল কেন্দ্রীয় দুই শীর্ষ নেতার। এমনকি কিছুদিন আগে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বদরুল ছাত্রলীগের পদবি উল্লেখ করে পোস্টারও করে। সেখানে ছাত্রলীগের এক শীর্ষ নেতার ছবি ছিল। অবশ্য সে সময় এ ঘটনার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি সংগঠনটি।

ঐতিহ্যবাহী এ ছাত্র সংগঠনটির সাবেক নেতাদের মতে, অস্বীকার নয়, ছাত্রলীগের উচিত এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া। প্রয়োজন সংগঠনের শুদ্ধি অভিযান চালানো। যেন প্রতিপক্ষের কেউ সুযোগ নিতে না পারে। একই সঙ্গে সংগঠনের ভাবমূর্তি যেন কোনো ক্রমেই ক্ষুন্ন না হয়। কারণ ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে এদেশের প্রতিটি আন্দোলনে ছাত্রলীগের ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ছাত্রলীগের বর্তমান কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে বিবাহিত, অছাত্র, ব্যবসায়ী, মামলার আসামিসহ অন্যান্য দলের অনুপ্রবেশকারীও রয়েছে। তারা নানা অপরাধে জড়িত। ঘটা করে বিয়ে করেছেন বেশ কয়েকজন নেতা-নেত্রী। তাদের বিষয়েও এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেননি সংগঠনটির শীর্ষ নেতৃত্ব।

অভিযোগ রয়েছে, ছাত্রলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা না থাকার পরও ব্যক্তি সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে অনেককে কেন্দ্রীয় কমিটিতে পদ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন মহানগর, কলেজ ও জেলা ইউনিটের অবস্থা আরও খারাপ। আদর্শিক সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও কেবল দল ভারী করার জন্য যাচাই-বাছাই ছাড়াই পদ দেওয়া

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

## ছাত্রলীগের অস্বীকারের রাজনীতি

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) হচ্ছে। পরবর্তীকালে কোনো নেতাকর্মী অপরাধে জড়ালে সরাসরি অস্বীকার করছে ছাত্রলীগ।

সংগঠনটির বেশ কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান নেতা বলেন, ব্যক্তির অপরাধের দায় ছাত্রলীগ নেবে না। তবে ছাত্রলীগে বিভিন্ন ইউনিটে এমন অনেক নেতা রয়েছেন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যাদের কোনোভাবেই এ সংগঠনে স্থান পাওয়ার কথা নয়। এদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিলেই সংগঠনটি অনেক পরিশুদ্ধ হবে। কয়েক মাস আগে রাজধানীর মিরপুরে সরকারি বাঙলা কলেজের পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। এ কমিটিতে স্থান পান ছাত্রদলের কয়েকজন পদধারী নেতা। পরে ব্যাপক সমালোচনার মুখে তাদের মধ্যে কয়েকজনকে বহিষ্কার করা হয়। একই চিত্র রংপুর মহানগর কমিটিতেও। সেখানে শিবির নেতার পদপ্রাপ্তির অভিযোগ তোলেন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরাই। এ ছাড়া ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির প্রথম বর্ধিত সভায় নরসিংদী জেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়কের বিরুদ্ধে শিবির ও ছাত্রদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ওঠে। বলা হয়, তিনি জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি ছিলেন। পরে এ জেলা কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়।

শাহজাহানপুর থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ হামিদুল্লাহর বিরুদ্ধে সংগঠনে অনুপ্রবেশের অভিযোগ আনেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা। তাদের দাবি, হামিদুল্লাহর দাদা শেখ নুরুল ইসলাম মতিঝিল এলাকার তালিকাভুক্ত রাজাকার। পদ পাওয়ার আগে হামিদুল্লাহকে কখনই ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের কোনো কর্মসূচিতে দেখা যায়নি। উপরন্তু তার পরিবার বিভিন্ন সময় আওয়ামী লীগের লোকজনের প্রতি অত্যাচার চালিয়েছে। এমন ভয়াবহ চিত্র দেখা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগেও। বিভিন্ন অপরাধে বহিষ্কৃতদের সংগঠনটির গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়েছে। কমিটিতে ঠাঁই হয়েছে প্রশ্ন ফাঁসকারী, নারী নির্যাতনকারী ও বিবাহিতদেরও।

এদিকে দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানকালে গত ১৩ জুন নড়াইল সদর উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি গাজী আল মামুনকে জঙ্গি কর্মকাণ্ডের অভিযোগে আটক করা হয়। তিনি ২০০৫ সালে রাজধানীসহ দেশের ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় তিন বছর কারাভোগ করেছিলেন। এর পরও তাকে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়।

শুধু গোপনে নয়, ছাত্রলীগে অনুপ্রবেশকারী অনেকে প্রকাশ্যেই আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করছেন। গত জুনে জবি ছাত্রলীগের মিছিলে এক কর্মী 'খালেদা জিয়ার সরকার, বারবার দরকার' বলে স্লোগান দেন। দীর্ঘদিন ধরে এ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটির নেতাকর্মীদের প্রতি কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই কেন্দ্রের। এই সুযোগে কমিটিতে পদপ্রত্যাশীদের প্রশ্রয়ে ছাত্রলীগে ঢুকে পড়েছে শিবির-ছাত্রদল নেতাকর্মীরা। বিষয়টি এখন ওপেন সিক্রেট। জবি শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন প্রিন্সের এক কর্মীকে ছাত্রদল সম্পৃক্ততার অভিযোগে মারধর করা হয়। পরে জানা যায়, জবি ছাত্রদলের প্রচার সম্পাদক জুয়েল মৃধার ভাগিনা ওই কর্মী নিয়মিত ছাত্রদলের কর্মসূচিতে অংশ নেন। পাশাপাশি শাখা ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক মাহিন আজাদকে ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুক কাওসারের সঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা যায়। সেসব ছবি পরে ফেসবুকে ভাইরাল হলে তাকে আর ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে দেখা যায়নি। এর আগে জবি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসানের বিরুদ্ধে শিবির সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়।

ছাত্রলীগের বেশ কয়েকজন সাবেক নেতা বলেন, এটি একটি বিশাল ছাত্র সংগঠন। সারা দেশে বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে হাজার-হাজার শিক্ষার্থীর নাম আছে। তাদের সবাইকে মনিটর করা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব নয়, সেটা আশা করাটাও ভুল। এরা অপরাধ করলেই দায় ছাত্রলীগের ওপর বর্তাবে, তা কেউ ভাবেও না। তবে অস্বীকার করে পার পাওয়া যাবে না। সাহসের সঙ্গে দায় স্বীকার করে ব্যবস্থা নিতে হবে। কর্মীদের মধ্যে ভালো দিকগুলো জাগিয়ে তুলতে হবে। সার্বিক বিষয়ে ছাত্রলীগ সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ আমাদের সময়কে বলেন, ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুসারে ছাত্রত্ব না থাকা, চাকরিতে যোগদান, বিবাহ করা বা অন্য কোনো কাজে যোগদান করলে ছাত্রলীগের পদ এমনিতেই চলে যাবে। উপরোক্ত কার্যের সঙ্গে যুক্তদের সংগঠনে কোনো পদ নেই। এর পরও যারা ছাত্রলীগ নেতা পরিচয় দেন, তারা সংগঠনের কেউ নন। তাদের পরিচয় শনাক্ত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হবে।